দৈনিক ইনকিলাব

72

তারিখ FEB. 25 1999
পৃষ্ঠা ৯ কলাম ৪

ফেনী মেডিক্যাল ও জাহাঙ্গীরনগর ভার্সিটিতে সন্ত্রাস

ফেনীর একমাত্র মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালটি সন্ত্রাসীদের ভয়াবহ তাণ্ডবের শিকার হয়েছে। গত রবিবার রাতে একদল সশস্ত্র সন্ত্রাসী ফেনী মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে অগ্নিসংযোগসহ ব্যাপক ধ্বংসাত্মক তৎপরতা চালিয়েছে। পত্রিকান্তরে প্রত্যক্ষদর্শীর যে বিবরণ উল্লেখ করা হয়েছে, তাতে বিস্মিত ও হতবাক হয়ে যেতে হয়। বলা হয়েছে, একদল সশস্ত্র ব্যক্তি মাইক্রোবাস ও ৮টি মোটর সাইকেলে এসে হামলা চালায়। হামলাকারীরা ব্যাপক বোমাবাজি ও গুলী ছুঁড়ে এলাকায় আতংক সৃষ্টি করে। তারা কলেজের ৫ম তলার প্রতিটি কক্ষে পেট্রোল ঢেলে অগ্নিসংযোগ করে। তাদের ধ্বংসযজ্ঞের শিকার হয় হাসপাতাল ও প্রশাসনিক ভবনের প্রতিটি দরজা জানালা। অধ্যক্ষ, উপাধ্যক্ষ, প্রকল্প পরিচালক স্টাফ রুম ও শ্রেণীকক্ষসহ সকল কক্ষে তারা অগ্নিসংযোগ করে। হামলা থেকে রোগীদের বেড পর্যন্ত রেহাই পায়নি। হামলার সময় ডাক্তার নার্স, দারোয়ান ও রোগীরা প্রাণ ভয়ে পালিয়ে যায়। আগুনের শিখা বহুদূর পর্যন্ত দীর্ঘ সময় ধরে দেখা গেলেও দমকলবাহিনী এগিয়ে আসেনি। আইনশৃংখলা রক্ষাকারী বাহিনীরও খোঁজ-খবর পাওয়া যায়নি। ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কের পাশে অবস্থিত প্রতিষ্ঠানটিতে অগ্নিসংযোগ ও ধ্বংসাধনের সময় সন্ত্রাসীরা মহাসড়ক অবরোধ করে রাখে।

ঘটনার বিবরণ থেকে বুঝা যায়, সন্ত্রাসীরা সংখ্যায় যে কজনই হোক, ছিল খুবই সুসংগঠিত। তাদের হামলা ও তাণ্ডবও ছিল অত্যন্ত পরিকল্পিত। উদ্দেশ্যটি বুঝতে অসুবিধা হয় না। এলাকার একমাত্র মেডিক্যাল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও হাসপাতালটির অস্তিত্ব বিপন্ন ও বিনাশ করাই ছিল তাদের লক্ষ্য। মনুষ্য প্রজাতির কেউ বা কোনো চক্র এভাবে একটি গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও চিকিৎসা কেন্দ্রের ওপর চড়াও হতে পারে, আগুন লাগাতে পারে, ভাঙচুর ও ধ্বংস সাধন করতে পারে, তা কল্পনা করতে কষ্ট হয়। গতকাল ইনকিলাবে প্রকাশিত খবরে বলা হয়েছে, রবিবারের তাণ্ডবের পর কলেজ ও হাসপাতালে এখন পোড়া গন্ধ ও ছাইভস্ম ছাড়া আর কিছু নেই। সকল কক্ষেই এখন ধ্বংসস্তূপ আর ধ্বংসস্তূপ। ঘটনার পর শিক্ষক, ডাক্তার, নার্স ও ছাত্র-ছাত্রীরা চলে যাওয়ায় কলেজ অঙ্গিনায় জনমানব শূন্য বিরান এলাকায় পরিণত হয়েছে। কলেজের পরিচয় দিয়ে চলাফেরা করতে কেউ সাহস পাচ্ছে না। এখনও আতংক বিরাজ করছে। স্বয়ং কলেজের প্রতিষ্ঠাতাও নিরাপত্তার অভাবে আত্মগোপন করে আছেন। হামলাকারীরা প্রত্যক্ষদর্শীদের অচেনা না হলেও তারা নিরাপত্তার কারণে মুখ খুলছে না। অনুমান অসঙ্গত হবে না যে, হামলাকারীরা একেবারেই কারো অজানা অচেনা নয়। তবে তারা 'শক্তিশালী' এবং তাদের খুঁটির জোর প্রবল। শিক্ষাঙ্গনে সন্ত্রাসের যত ঘটনা এর মধ্যে ঘটেছে ফেনীর ঘটনা তার থেকে আলাদা। মারা-মারি, খুন-জখম, গোলাগুলী, বোমাবাজি যত কিছুই ঘটুক সন্ত্রাসীরা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ধ্বংস করার অপচেষ্টা আজ পর্যন্ত করেনি। কিন্তু ফেনীর ক্ষেত্রে হামলা ও সন্ত্রাসের কেন্দ্র হয়েছে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও হাসপাতালটি। ঘটনাটিকে গুরুতর ও উদ্বেগজনক বললেও তাই কম বলা হয়। এ ধরনের ঘটনার পুনরাবৃত্তি শুরু হলে শিক্ষার ন্যূনতম সুযোগটিও দেশবাসীর নাগালের বাইরে চলে যাবে। ফেনীর এ ঘটনাটিকে তাই বিচ্ছিন্ন, সাধারণ ও উপেক্ষাযোগ্য ঘটনা হিসাবে বিবেচনা করার কোনো উপায় নেই। সরকার তথা প্রশাসন ইতিমধ্যে এ ব্যাপারে কি পদক্ষেপ ও ভূমিকা নিয়েছে, আমাদের জানা নেই। এ মুহূর্তে সন্ত্রাসীদের ধরা এবং তাদের বিরুদ্ধে যথাযথ আইনী ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেমন জরুরী তেমনি কলেজ ও হাসপাতাল পুনরায় চালু করার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করাও আবশ্যক। কলেজ ও হাসপাতালের শিক্ষক, ডাক্তার, নার্স, কর্মকর্তা কর্মচারী এবং সর্বোপরি দেড় শতাধিক ছাত্র-ছাত্রীর ভবিষ্যত এখন অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে। এই অনিশ্চিত অবস্থার অবসান অবিলম্বে দরকার। সরকার উভয় ক্ষেত্রে যথাযথ পদক্ষেপ ও ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। এটাই কাম্য।

দুঃখজনক হলেও আমরা লক্ষ্য করছি, শিক্ষাঙ্গনে সন্ত্রাস [illegible] এক বেড়েই চলেছে। একইসঙ্গে [illegible] প্রতিষ্ঠানকে কেন্দ্র করে বেড়ে উঠছে [illegible] অপরাধযোগ্য অপরাধ ও [illegible] ধর্ষক চক্রের কীর্তি-কলাপ দেশবাসীর [illegible] জাহাঙ্গীরনগর [illegible] করা হয়েছিল শিক্ষা [illegible] এই যে, [illegible]